মেহেরপুরের মহাজনপুরে ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলন

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মহাজনপুর ইউনিয়নের ৫ ও ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকাল পাঁচটার সময় মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির আয়োজনে মহাজনপুর হাটে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা বিএনপির সদস্য আলমগীর খান সাতুর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপি’র সদস্য সচিব এডভোকেট কামরুল হাসান।

মহাজনপুর ইউনিয়নের ৮ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি মফিজুর রহমানের সঞ্চালনায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক আমিরুল ইসলাম ও সদস্য মশিউর রহমান, ওমর ফারুক লিটন, সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেনন।

এছাড়াও এসময় জেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের রাকিবুল ইসলাম সজল, জেলা যুবদলের আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট এহান উদ্দিন মনা, আইন বিষয়ক সম্পাদক অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম সাহেব, মোনাখালী ইউনিয়ন বিএনপি’র সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাইহান কবির, মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল হক কালু, জেলা যুবদলের দপ্তর সম্পাদক হাবিবুর রহমান ভিকু, ওমর ফারুকসহ স্থানীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মহাজনপুর ইউনিয়ন বিএনপি’র সম্মেলনে ৫ নং ওয়ার্ড নতুন কমিটির সভাপতি মাহিদুল বিশ্বাস জালি, সাধারণ সম্পাদক সাজু আহমেদ, ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপি’র সভাপতি আব্দুল হান্নান, সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম রাসেল নির্বাচিত হন।

মুজিবনগরে বসত ভিটার জায়গা নিয়ে সংঘর্ষে আহত-৪

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়নের ভবানীপুর গ্রামে বসতভিটার জায়গা নিয়ে আপন চাচা ভাতিজার সংঘর্ষে উভয়পক্ষের চারজন আহত হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, খাইরুল ইসলামের বাড়ির সামনে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে মৃত ইয়াসিন আলীর ছেলে মুখলেছুর রহমান হামলা চালায় বলে অভিযোগ রয়েছে । পরে দুই পক্ষ সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে।

সংঘর্ষে ভবানীপুর গ্রামে মৃত চমৎকার মন্ডল এর ছেলে খায়রুল ইসলাম(
৬০) খায়রুল ইসলামের ছেলে সাব্বির হাসান (২০) এবং মৃত ইয়াসিন মন্ডলের ছেলে মুকলেসুর রহমান (৫২) এবং আরোজ আলীর ছেলে আশিক ইসলাম (২০) আহত হয়।

স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ নিয়ে আসে। মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত ডাক্তার তাদের প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে খায়রুল ইসলাম ও ছেলে সাব্বির হাসানের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাদেরকে কুষ্টিয়া সরকারি মেডিকেল কলেজে রেফার্ড করেন। মোখলেসের পক্ষে আশিক মুজিবনগর স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এ ভর্তি আছে।

সংঘর্ষের বিষয়ে মুজিবনগর থানা অফিসার ইনচার্জ মিজানুর রহমান জানান, বিষয়টি আমি শুনেছি ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছিল পরিস্থিতি এখন স্বাভাবিক রয়েছে। এখনো কোনো পক্ষ থানায় কোন অভিযোগ দায়ের করেনি অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুজিবনগরে বৃদ্ধাসহ তিন নারীকে

পিটিয়ে জখমের অভিযোগ

মুজিবনগরের মহাজনপুর গ্রামে পারিবারিক কলহের জেরে বৃদ্ধাসহ তিন নারীকে পিটিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে।

আহতদের মধ্যে রয়েছেন রাহিদুল ইসলামের দুই বোন জহুরা ও ফাহিমা এবং তাদের বৃদ্ধা মা সাবিরুন নেছা। রাহিদুল ইসলাম একজন ঘোড়ার গাড়ি চালক। তিনি বিয়ে করেছেন একই গ্রামের ওমর আলীর মেয়েকে। পারিবারিক কলহের জেরে চার দিন আগে তার স্ত্রী বাপের বাড়িতে চলে যান এবং সঙ্গে করে ছাগল, আসবাবপত্রসহ গৃহস্থালির অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে যান।

রাহিদুল জানান, পারিবারিক এই জটিলতা মীমাংসার উদ্দেশ্যে তার দুই বোন জহুরা ও ফাহিমা তার বাড়িতে আসেন। একপর্যায়ে শ্বশুর ওমর আলীর সঙ্গে কথাবার্তার সময় জহুরা তার ভ্যানগাড়িতে আঘাত পান। এরপর পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে পড়ে।

অভিযোগ উঠেছে, মহাজনপুর গ্রামের ফতুর ছেলে খোকা ও তার সহযোগীরা এই আক্রমণ চালায়। এ সময় জহুরা, ফাহিমা এবং তাদের বৃদ্ধা মা সাবিরুন কেউই রেহাই পাননি। জহুরার অভিযোগ, রড, লাঠি ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাদের আঘাত করা হয়েছে।

ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার বিকেল ৪টার দিকে, তবে আহতরা চিকিৎসার জন্য মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পৌঁছান সন্ধ্যা ৭টায়। দেরির কারণ জানতে চাইলে তারা জানান, খোকা ও তার লোকজন দিনের আলোতে তাদের বাইরে যেতে বাধা দেন।

রাহিদুল জানান, খোকা তার ফুফাতো ভাই এবং তাদের বসবাসের জমি রাহিদুলের বাবার দানকৃত। তাকে সেই জমি থেকে উচ্ছেদ করতেই এই হামলার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বলে তার দাবি।

সাবিরুন নেছাকে অক্সিজেন দিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের কর্তব্যরত চিকিৎসক।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান, এখন পর্যন্ত থানায় কেউ অভিযোগ দায়ের করেনি। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক যে সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল তা আমাদের জন্য বীরত্বগাথা অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক-ই আজম বীর প্রতীক বলেছেন, ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল এই আম্রকাননে ঐতিহাসিক যে সরকার শপথ গ্রহণ করেছিল তা আমাদের জন্য বীরত্বগাথা অধ্যায়। আমরা গতকালে ফিরে যেতে পারব না। ইতিহাসের উপর কোন কিছু আরোপ করা যায় না। এখানে যে সরকার গঠন করা হয়েছিল সেই বিষয়টি অমলিন হয়ে থাকবে।

ঐতিহাসিক মুজিবনগর দিবস পালন উপলক্ষে আজ ১৭ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সকালে সূর্যদয়ের সময় মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসকল কথা বলেন।

তিনি বলেন, অস্থায়ী সরকারের শপথ গ্রহন জাতীর জন্য একটা গৌরব উজ্জল অধ্যায়। এটা অমলিন থাক। আমরা যেন এটাকে সারাজীবন বরণ এবং উদযাপন করতে পারি। এটা মেহেরপুর, বৈদ্যনাথতলা এবং এই অঞ্চলকে ধন্য করেছে। যারা সত্যিকারের মুক্তিযোদ্ধা আছে তারা প্রতিনিয়তই এটাতে বিব্রতবোধ করেন। যারা মুক্তিযুদ্ধ না করেও নিজেদেরকে মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে পরিচিত করাচ্ছেন তাদের ক্ষেত্রে অনেক উদ্যেগ আমরা ইতিমধ্যে গ্রহন করেছি। কিছু বিষয় আছে, যে বিষয়গুলো আদালতের রায়ের অপেক্ষায় আছি আমরা। আদালতে অনেকেগুলো মামলা আছে। আমরা চেষ্টা করছি মামলাগুলো নিষ্পত্তি করা। মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কমপ্লেক্স এর উন্নয়নের বিষয়ে আরও বলেন, এখানে যা কিছু করা হবে তা ঐতিহাসিক বস্তুনিষ্ঠতার নিরিখেই করা হবে। এর বাইরে কোন কিছু আরোপিত করা হবে না। কোন কিছুর সত্যতার ইতিহাস মোচনও হবে না।

ঐতিহাসিক ১৭ এপ্রিলের প্রথম সরকারের শপথ অনুষ্ঠানটি পালন উপলক্ষে বৃহস্পতিবার সূর্যোদয়ের সাথে সাথে বৈদ্যনাথতলা আমবাগানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, গার্ড অব অনার গ্রহণ এবং স্মৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেনে উপদেষ্টা। একই সঙ্গে মুজিবনগর সৃতিসৌধে

পতাকা উত্তোলন করেন স্থানীয় প্রশাসন।

এ সময় মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টাকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন পুলিশ পরিদর্শক (আর আই) আফজাল হোসেনের নেতৃত্বে পুলিশ, বিজিবি ও আনসার সদস্যের একটি টিম।

পতাকা উত্তোলন শেষে ১৯৭১ সালে অস্থায়ী সরকার গঠনকালে গার্ড অব অনার প্রদানকারী জীবিত ২ আনাসার সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আজিমদ্দীন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা সিরাজ উদ্দিন কে সন্মাননা ক্রেষ্ট তুলে দেন মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন,মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টার একান্ত সচি তথ্য ও লেঃ কর্নেল(অব:)আব্দুল গাফ্ফার, তথ্য ও জনসংযোগ কর্মকর্ত এনায়েত হোসেন, সহকারী একান্ত সচিব আমিরুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের সচিব ইসরাত জাহান, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার(সার্বিক) শওকত হোসেন, মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ ও পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডলসহ প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা এবং বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ।

পুষ্পার্ঘ অর্পণ শেষে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক উপদেষ্টা মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি কমপ্লেক্স এবং আমবাগানের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করেন।

সংক্ষিপ্ত সফরে মেহেরপুরে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক উপদেষ্টা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বীর প্রতীক সংক্ষিপ্ত সফরে মেহেরপুর পৌঁছেছেন।

আজ বুধবার রাতে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বীর প্রতীক মেহেরপুর সার্কিট হাউসে এসে পৌঁছান।

উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বীর প্রতীক সার্কিট হাউসে এসে পৌঁছালে মেহেরপুর জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ তাঁকে স্বাগত জানান। উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বীর প্রতীকের সফর সঙ্গি হিসাবে মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব ইসরাত জাহান চৌধুরীসহ মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য কর্মকর্তাগণ রয়েছেন।

এছাড়াও সার্কিট হাউসে অন্যদের মধ্যে খুলনা বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার মোহাম্মদ হোসাইন শওকত, মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মাকসুদা আক্তার খানম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খাইরুল ইসলাম, সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গাজী মূয়ীদুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মুক্তিযোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ফারুক ই আজম বীর প্রতীক আগামীকাল বৃহস্পতিবার সকালে মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে পুষ্পমাল্য অর্পণ করবেন। এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন শেষে ঢাকার উদ্দেশ্যে মেহেরপুর ত্যাগ করবেন।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতা সহ ১১ জন গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর, গাংনী ও মুজিবনগর থানা পুলিশের যৌথ অভিযানে আওয়ামী লীগ নেতাসহ ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাতে জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। আজ বুধবার সকালে তাদের আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে ৩ জন আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী এবং অন্যদের বিরুদ্ধে আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা ছিল।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, নতুন দরবেশপুর স্কুলপাড়ার সাজ্জাদ হোসেনের ছেলে নাঈমুল ইসলাম (৩৪), আমদহ গ্রামের সুকুর আলীর ছেলে রশিদুল

ইসলাম ওরফে রাশিদ (৩৬), হঠাৎপাড়ার মোনাজাত আলীর ছেলে শাহাবুদ্দিন (৪২), নতুন মদনাডাঙ্গার মৃত জমির মাস্টারের ছেলে মুস্তাক আহম্মেদ (৪২), শোলমারী গ্রামের তমসের আলীর ছেলে মোফাজ্জেল হোসেন মোফা (৪২), গাংনী উপজেলার জোড়পুকুড়িয়ার অফেজ উদ্দিনের ছেলে ও আওয়ামী লীগের সক্রিয় কর্মী ফয়সাল হোসেন (৪৪), তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন কৃষক লীগের সভাপতি, রামদেবপুর গ্রামের মৃত ইউসুব মণ্ডলের ছেলে মোজাম্মেল হক (৪৬), মাগুরা সদর উপজেলার সাচানি রাউতাড়া গ্রামের হারুন অর রশিদের ছেলে রাজু আহম্মেদ (২২), মুজিবনগরের বাগোয়ান গ্রামের কাহিরুল ইসলামের ছেলে মো. মিঠুন (৩২), বিশ্বনাথপুর গ্রামের রাহিন বিশ্বাসের ছেলে মো. রুবেল (২৮), ভবেরপাড়া গ্রামের আবদার আলীর ছেলে মো. এনামুল হক (৪৪)।

মেহেরপুর জেলা পুলিশ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতের নির্দেশনা অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে ৩ আসামি গ্রেফতার

মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাত থেকে আজ বুধবার সকাল পর্যন্ত মেহেরপুরের বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে এই ৩ জন আসামিকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা হলেন, বাগোয়ানের কাহিরুল ছেলে মোঃ মিঠুন (৩২), বিশ্বনাথপুরের রাহিন বিশ্বাসের ছেলে মোঃ রুবেল (২৮), মাঃ নং ৪(৪)২৫ এবং ভবেরপাড়ার মোঃ আবদার আলীর ছেলে মোঃ এনামুল হক (৪৫), (জিআর ১৫১/২৩,এবং সি আর ৫৪৮/২৫)।

গ্রেফতাকৃতকে বুধবার দুপুরে আদালতে প্রেরণ করা করা হয়েছে। জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে এবং অপরাধীদের গ্রেফতার করতে বিশেষ

অভিযান অব্যাহত থাকবে।

মুজিবনগরে সহিংসতা নিরসন ও সম্প্রীতি স্থাপন শীর্ষক মতবিনিময় সভা

মুজিবনগর উপজেলার গুডনেইবার বাংলাদেশ কার্যালয়ের হলরুমে “সহিংসতা নিরসন ও সম্প্রীতি স্থাপন” শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটির আয়োজন করে দি হাঙ্গার প্রজেক্টের এমআইপিএস প্রকল্প, এফসিডিও’র আর্থিক সহায়তায়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক মো: নজির উদ্দীন এবং সঞ্চালনা করেন পিএফজি সমন্বয়কারী মো: ওয়াজেদ আলী খান। প্রকল্পের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের আঞ্চলিক সমন্বয়কারী মো: খোরশেদ আলম এবং এলাকা সমন্বয়কারী এস.এম. রাজু জবেদ।

বক্তারা তাঁদের আলোচনায় রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সহিংসতার বিরুদ্ধে একযোগে রুখে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান। তারা বলেন, সামাজিক সম্প্রীতি, সহনশীলতা ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধই একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গঠনের মূল চাবিকাঠি। পারিবারিক শিক্ষার প্রসার, যুব সমাজের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতাদের মানবিক নেতৃত্ব সহিংসতা কমিয়ে সম্প্রীতির সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে বলে মত দেন বক্তারা।

সভায় বক্তব্য রাখেন, সমন্বয়কারি মো: ওয়াজেদ আলিখান, শিক্ষক মো: নজির উদ্দীন, ইয়ুথ অ্যাম্বাসেডর তনময় মন্ডল, বিএনপি নেতা সুজন আলি খান, মাহফুজ আহম্মেদ, খ্রিষ্টান ধর্মযাজক গাব্রিয়াল মন্ডল, নারী প্রতিনিধি নিলুফা খাতুন, ইমাম মোস্তাফিজুর রহমান হৃদয়, পুরোহিত পবিত্র কুমার এবং পিস অ্যাম্বাসেডর মুন্সি মোকাদ্দাস। এছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক, ধর্মীয়, নৃগোষ্ঠিগত ও সুশিল সমাজের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে সমাজ থেকে বিভেদ, অহংকার ও বিদ্বেষ দূর করে পারস্পরিক সহানুভূতি, সহমর্মিতা ও সম্মান বজায় রাখার উপর গুরুত্বারোপ করেন।

উল্লেখযোগ্যভাবে, এই সভায় দাশ ও মুচি সম্প্রদায়, মুসলিম, খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের দুটি গ্রুপ যারা সাধারণত একে অপরের প্রোগ্রামে অংশ নেন না। তারা সবাই একত্রিত হয়ে সম্প্রীতির এক মিলনমেলায় পরিণত করেন অনুষ্ঠানস্থলকে।

সভাটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন দি হাঙ্গার প্রজেক্টের ফিল্ড কো-অর্ডিনেটর মো. আশরাফুজ্জামান।

মুজিবনগরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য সংগঠকের উপর হামলার ঘটনায় মামলা, গ্রেপ্তার ২

মেহেরপুরের মুজিবনগরে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা পর্যায়ের মুখ্য সংগঠক ও উপজেলার বাগোয়ান গ্রামের হারু শেখের ছেলে শাওন শেখের উপর হামলার ঘটনায় মুজিবনগর থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। গত সোমবার রাতে শাওন শেখ বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন।

মামলা দায়েরের ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক তৌফিকুল ইসলাম মিঠুন এবং মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি রুবেল হাসানকে মেহেরপুর আদালত চত্বর থেকে যৌথভাবে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করে মুজিবনগর থানা ও ডিবি পুলিশ। পরে আদালতের মাধ্যমে তাদেরকে জেলহাজতে পাঠানো হয়।

মামলার সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ২৫ দিন আগে ভিজিএফ কার্ডে চাল বিতরণকে কেন্দ্র করে মোবাইল ফোনে শাওন শেখকে হত্যার হুমকি দেয়

মিঠুন। তারই ধারাবাহিকতায় সোমবার রাত সাড়ে ৯টার দিকে শাওন শেখ ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলে মুজিবনগরের কেদারগঞ্জ চার রাস্তার মোড়ে পৌঁছালে হামলার ঘটনা ঘটে।

সেসময় বাগোয়ান গ্রামের কাহিরুলের ছেলে এবং জেলা ছাত্রদলের সাবেক যুগ্ম সম্পাদক মিঠুন (৩২), বিশ্বনাথপুর গ্রামের রাহিন বিশ্বাসের ছেলে রুবেল হাসান (২৮), শিবপুর গ্রামের ইলিয়াস হোসেনের ছেলে ও উপজেলা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুল হাসান রাহুল (৩৫), গৌরিনগর গ্রামের সেলিম হোসেনের ছেলে ও জেলা ছাত্রদলের সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজিরসহ আরও ২-৩ জন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি শাওন শেখের মোটরসাইকেলের গতি রোধ করে।

মামলার অভিযোগে বলা হয়েছে, জেলা ছাত্রদল সভাপতি সেনজিরের নির্দেশে মিঠুন শাওনের কলার চেপে ধরে মোটরসাইকেল থেকে নামিয়ে মাথায় কিল-ঘুষি মারে। রুবেল বাঁশের লাঠি দিয়ে পিঠে আঘাত করে এবং রাহুলও এলোপাতাড়ি কিল-ঘুষি মারে।

শাওনের চিৎকারে স্থানীয় লোকজন ছুটে এলে হামলাকারীরা প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা শাওনকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মিজানুর রহমান জানান, হামলার ঘটনায় মামলা হয়েছে এবং এর ভিত্তিতে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

এদিকে মামলার বিষয়ে অভিযুক্ত জেলা ছাত্রদল সভাপতি আকিব জাবেদ সেনজির বলেন, “কিছুদিন আগে বিএনপির একজন কেন্দ্রীয় নেতা নির্বাচন নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সাক্ষাত চেয়েছেন—এমন একটি নিউজ যমুনা টিভিতে প্রকাশ হয়। সেই নিউজে শাওন শেখ অশ্লীল ও আপত্তিকর মন্তব্য করে। সোমবার রাতে মিঠুন তাকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে উভয়ের মধ্যে হাতাহাতি হয়।”

তিনি আরও বলেন, “আমি ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকলেও পরিস্থিতি শান্ত করি এবং শাওনকে বুঝিয়ে পাঠিয়ে দিই। আমি এ ঘটনার সঙ্গে কোনোভাবে জড়িত নই। এটি একটি মিথ্যা ও ষড়যন্ত্রমূলক মামলা।”

সেনজির দাবি করেন, “শাওন শেখ জুলাই-আগস্টের ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন না এবং অতীতে কোনো সরকারবিরোধী আন্দোলনেও অংশ নেননি। তার বিরুদ্ধে এলাকায় চাঁদাবাজিসহ নানা অভিযোগ

রয়েছে।”

তিনি প্রশাসনের কাছে সুষ্ঠু তদন্ত দাবি করে বলেন, “ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারে তৎপরতা থাকলেও সরকারের পক্ষে থাকা ফ্যাসিবাদী ইউনিটের নেতাকর্মীরা প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়ালেও পুলিশ কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। আমরা এই মামলা প্রত্যাহার এবং ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত দাবি করছি।”

মেহেরপুর জেলা বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক শাওনের ওপর হামলা

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা মুখ্য সংগঠক শাওন শেখের ওপর সন্ত্রাসী হামলা চালানো হয়েছে।

বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাদের অভিযোগ, জেলা ছাত্রদলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মিঠুনের নেতৃত্বে বিএনপির একটি সন্ত্রাসী গ্রুপ এই হামলায় অংশ নেয়।

এ বিষয়ে মুজিবনগর থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিস্তারিত আসছে…